তিতলি নিয়ে আসতে পারে ডেঙ্গি

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দাপট বাড়ছে ডেঙ্গির। তিতলির আগমনে সেই দাপট আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। তাই তিতলির দাপটে তারা ঈশান কোণে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন। এদিকে পুজোর সময় অধিকাংশ ল্যাররেটরি বন্ধ থাকবে। ফলে ডেঙ্গি হয়েছে কি না জানতে রক্ত পরীক্ষা জরুরি ভিত্তিতে সাধারণ মানুষ আদৌ করতে পারবেন কি না সন্দেহ। বৃহস্পতিবারই ওড়িশায় আছড়ে পড়েছে তিতলি। তারপরে সে অগ্রসর হয়েছে বাংলার দিকে। ঝড়বৃষ্টির দাপটে বিপর্যস্ত দুই রাজ্যের অন্তত ৫ জেলা। তিতলির পূর্বাভাষে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় শক্তিক্ষয় করে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দিকে এগিয়ে আসছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর বিখ্যাত প্রবন্ধ আশ্বিনের ঝড় ছোটবেলায় আমরা অনেকেই পড়েছি। সেই আশ্বিনের ঝড়ের স্মৃতি উসকে দেয় একালের ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রে তৈরি হওয়া নিম্নচাপগুলি। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা আমাদের অনেকদিন আগেই জানিয়েছেন, মূলত সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত একাধিক নিম্নচাপ তৈরি হয়। কখনও কখনও কোনও কোনও দিন মারাত্মক আকার নেয়। তবে তিতলির মতো একই সময়ে দুই সমুদ্রে দু'টি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এর ফলেই ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আরও বেশি হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রাণহানিও হয়েছে। তবে ইদানীং আবহাওয়া দফতর সক্রিয় হওয়ায় অনেক আগে থেকেই নিম্নচাপের খোঁজ পাওয়া যায়। কখন নিম্নচাপ আসছে জানতে পারায় সংশ্লিষ্ট সমুদ্রতীরগুলি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় বাসিন্দাদের। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয় আগেই। এভাবে বহু প্রাণ রক্ষা সম্ভব হয়। সেভাবেই ডেঙ্গিকে সঙ্গী করে আনতে পারে তিতলি, জানার পর বিশেষজ্ঞদের উচিত সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ। যাতে এই রোগ আরও বিস্তারলাভ করতে না পারে।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

যখন যে বস্তুর কামনা জাগিত মাতাপিতার মনে, তখন তখনই সেইসব বস্তু আসিয়া যাইত নানাদিক হইতে, অভাবনীয়রূপে। তথাপি তাঁহাদের ভাবনার বিরাম হইত না। এইরূপ দিন যাইতে লাগিল। এদিকে দ্বিতীয়ার চাঁদ শ্রীমান গদাধরের মোহিনী শক্তি দিনে দিনে বাড়িয়ে মাতাপিতার তো কথাই নাই, পরিবারস্থ সকলের এবং প্রতি- বাসিনীগণের উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। চন্দ্রাদেবীকে বলিতেন প্রতি- বাসিনীরাঃ তোমর ছেলেকে রোজই দেখতে ইচ্ছা করে, তা কী করি বল, রোজই আসতে হয়। নিকটবর্তী গ্রামসকল হইতেও অত্মীয়ারা ঘন ঘন অসিতেন খুদিরাম-কুটিরে, ঐ একই কারণে। 'কেমন এ ছেলে, দেখে জীবন জুড়ায়। শুধু অঙ্গ, তবু যেন মণিরত্ন গায়।' এইরূপে পাঁচমাস গত হইয়া ষষ্ঠমাসে গদাধরের অন্নপ্রাশন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন মুখে দিয়া খুদিরাম সংক্ষেপে কর্ম সমাধা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার বন্ধু ও গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার প্রেরণায় প্রতিবেশী প্রবীণ ব্রাহ্মণেরা সহসা তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে তাঁহাদের সকলকেই খাওয়াইতে হইবে। এককথায় খুদিরাম নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। পল্লীবাসীরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, তিনি কাহাকে রাখিয়া কাহাকে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। এবিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়া তিনি বন্ধু অভিপ্রায় অবগত হইলেন।

তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম কখন কে রাখিয়াছিলেন এবিষয়ে আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রধান রসদ্দার-সেবক মথুরামোহন তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন। 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ' তাঁহারই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বেদবাণী। এই বাণীতে নিজেই তিনি নিজনামের প্রকাশক, বলা যায়। এই রামকৃষ্ণ- নামই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারই ইচ্ছাই, চিন্ময় নামীর সঙ্গে চিন্ময় নাম একদিন স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াছিলেন ভক্ত- হৃদয়ে, ঋষিহৃদয়ে স্বয়মাবির্ভূত বেদমন্ত্রের মত, ইহাও বলা যাইতে পরে।

বাল্যে ও কৈশোরে

খুদিরাম-কুল-চন্দ্রমার উদয়- সংবাদ যখন গিয়া পৌঁছিল মেদিনীপুরে, রামচাঁদ একটি সবৎসা গাভী পাঠাইয়া দিলেন কামারপুকুরে, মাতুলের সংসারে দুগ্ধের অভাব হইতে পারে ভাবিয়া। শিশুরূপী ভগবনের সুষ্ঠু সেবা- পরিচালনার জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইত,

দিনপঞ্জিকা

২৬ আশ্বিন, ভাঃ ২১ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, ২৬ আহিন, সংবৎ ৪ আশ্বিন সুদি, ৩ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২। **শনিবার,** চতুর্থী দিবা ঘ ৭।১ মিঃ। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ঘ ১।৫৭ মিঃ। অয়ুষ্মান্‌যোগ দিবা ঘ ১০।৩৫ মিঃ বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৭।১ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ৭।২২ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। দিবা ঘ ১।৫৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**– একপাদদোষ। **যোগিনী**—নৈর্ঋতে, দিবা ঘ ৭।১ গতে দক্ষিণে। **কালবেলাদি**— ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।১৮ মধ্যে ও ৩।৪৫ গতে ৫।১২ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ৬।৪৫ মধ্যে ও ৪।৪ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। **যাত্রা**–– নাই। **শুভকর্ম্ম**–– দিবা ঘ ৭।৩ গতে ১২।৫১ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। **বিবিধ**– পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭।১ গতে **মানচতুর্থী ব্রত**। দিবা ঘ ৭।১ মধ্যে **শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাচতুর্থী বিহিত পূজা প্রশস্তা,** (অত্রকৃত্যে কালবেলাদোষে ন বহু সম্মতঃ)। দিবা ঘ ৭।১ গতে **ষট্‌পঞ্চমী ব্রত। ভগিনী নিবেদিতার তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ**–– দিবা ঘ ৬।২৪ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—রাত্রি ঘ ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৬ আশ্বিন, ভাঃ ২১ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, ৩ শফর, ২৬ আহিন, উ ৫।৩৫, অ ৫।১০, শনিবার, চতুর্থী দি ঘ ৭।০০, সেহ্‌রী শেষ, ৪।১১, ইফতার ৫।১৯।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

পৌর বৃত্তান্ত ঃ জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

পাঁচ

বর্ধমান বিভাগের পরবর্তী কমিশনার মিঃ ই, ই, লোইস ৭ মে ১৮৮৫ তারিখে লেকা ২০৫ নং পত্রে বঙ্গ সরকারের পৌর সচিব বরাবর হুগলি জেলার জাহানাবাদ ও বাঁকুড়া জেলার সোমানুখীতে পৌরসভা গঠনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করলেন। এই প্রস্তাবে পূর্বতন জাহানাবাদ ইউনিয়নের তিরোল বা যাদবপুর বাদে বাকি সতেরোটি গ্রাম, অর্থাৎ জাহানাবাদ, কৃষ্ণপুর, বিষ্ণুপুর, হরিপুর, শিবপুর বা রামচন্দ্রপুর, সুজলপুর, দৌলতপুর, সুপাড়া, নওপাড়া, কয়রাপাড়া, চাঁদুর, বাসুদেবপুর, বৃন্দাবনপুর, পারুল বা মান্দারন পারুল, বসন্তপুর, নির্ভয়পুর ও বাদলকোনা নিয়ে নতুন জাহানাবাদ পৌরসভা গঠনের কথা বলা হ'ল। এই এলাকা উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে দু'মাইল। আরও জানানো হল যে, এখানকার জনসংখ্যা প্রায় নয় হাজার। এর চতুঃসীমা হল উত্তরে ধধুল সাহা, মইগ্রাম, কীতিচন্দ্রপুর, দুর্গাবাটী, গোলতা ও কড়ুই, দক্ষিণে শ্যামবাটী, মথুরা ও মোবারকপুর মাঠ। পশ্চিমে বালিবেলা, পাতুলসাঁড়া ও বেলী এবং পূর্বে গড়বাড়ি, কুলবায়রা, মহেশপুর, রঘুনাথপুর ও কাটদহি।

উপরিউক্ত পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে পৌর দপ্তরের অফিসিয়েটিং আণ্ডার সেক্রেটারী মিইএন বেকার বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে (পত্র নং ৫৭৪ টি এম তারিখ ১২ জুন ১৮৮৫) জানালেন যে, জাহানাবাদ ও সোনামুখীকে পৌরসভা গঠনের প্রস্তাবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সম্মত হয়েছেন। পৌর আইনের ৮নং ধারার ২নং উপধারা মোতাবেক লেফটেন্যান্ট গভর্নরের এই অভিপ্রায় ঘোষণা করার জন্য ক্যালকাটা গেজেট-এ যে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে তার একটি কপি বিভাগীয় কমিশনারকে দেওয়া হল। এই আইনের ৩৫৪ নং ধারা মোতাবেক এই বিজ্ঞপ্তির বঙ্গানুবাদ শহরের ভিতরে প্রকাশ করতে বলা হল। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠলে সেই বিষয়ে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিতে বলা হল। প্রস্তাবিত পৌরসভার এক একটিতে কতজন কমিশনার নিয়োগ করা হবে তাও জানতে চাওয়া হল। ক্যালকাটা গেজেট-এ ১২ জুন ১৮৮৫ তারিখে প্রকাশিত সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার প্রদত্ত পৌরসভার নাম, তার অন্তর্গত গ্রামের নাম, চৌহদ্দি ও অন্যান্য তথ্যগুলিই প্রকাশ করা হয়েছে।

পৌর দপ্তরের নির্দেশ মতো ক্যালকাটা গেজেট-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বঙ্গানুবাদ জাহানাবাদ শহরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। জাহানাবাদ পৌরসভার জন্য দশ জন কমিশনারই যথেষ্ট বলে সরকারের পৌর দপ্তরকে জানানো হয়। তবে এখানে পৌরসভা গনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে সরকারকে লেখা একটি দরখাস্ত, যা ২১ আগস্ট ১৮৮৫ তারিখে লেখা ১২৩ টি-এম ৩ নং পত্রের সঙ্গে কমিশনারের দপ্তরে এসেছিল। কমিশনার মি ই ই লোয়িস হুগলির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্টের জন্য সেটি পাঠিয়ে দেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট তা জাহানাবাদের মহকুমা শাসক বাবু সূর্য্যকুমার সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ তারিখে হুগলির ম্যাজেস্ট্রেটকে লেখা ১৯১ নং পত্রে পৌরসভা গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি খণ্ডন করে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট বিভাগীয়

কমিশনার মারফত সরকারের পৌর দপ্তরে পৌঁছায় এবং এর ভিত্তিতে জাহানাবাদ পৌরসভা গঠনের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

এই রিপোর্টে বাবু সূর্য্যকুমার সেন জানালেন যে, বর্ধমান বিভাগের পূর্ববর্তী কমিশনার মিঃ জে বীমস্ ও হুগলির জেলাশাসক মিঃ টয়েনবি কে সঙ্গে নিয়ে সরজমিনে তদন্ত করে জাহানাবাদ ইউনিয়নের সতেরোটি গ্রাম নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই গ্রামগুলির মধ্যে মাত্র চারটি গ্রাম, কৃষ্ণপুর, কসবা, বিষ্ণুপুর ও বসন্তপুর থেকে পৌরসভা গঠনে আপত্তি জানানো হয়েছে। কৃষ্ণপুর হল মহকুমার হেড কোয়াটার এবং কসবা এরই একটা অংশ। এখানে বহু সংখ্যক উকিল, মোক্তার, আমলা, বণিক, দোকানদার এবং অন্যান্য পেশার মানুষ বাস করেন বা যাতায়াত করেন। যারা আপত্তি জানিয়েছেন তারা মূলত বণিক, মহাজন বা দোকানদার অর্থাৎ কৃষিজীবী নন। বাকিরা কাঠুরে সরাতি বা ভূমিহীন কৃষক। অধিবাসীদের অনেকেই বলেছেন যে, তাদের দু'দিন বিঘার বেশি জমি নাই এবং তারা কৃষির উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করেন না।

বাবু সূর্য্য কুমার আরও জানালেন যে, তেঘোরিয়া গ্রাম থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে অথচ এই গ্রাম প্রস্তাবিত পৌরসভার ভিতর পড়ে না। বসন্তপুর খুবই বড় গ্রাম, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বাস। আপত্তিতে যারা সই করেছেন তাদের অর্ধেকের বেশি ব্রাহ্মণ। তারা লাখেরাজ জমি চাষ করেন বা গুরু-পুরোহিত হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাকি অর্ধেকের চাষ ও ব্যবসা দুই আছে। এদের প্রত্যেকেরই চাষের জমিজমা কিছু আছে আবার অন্য সূত্রে আয়ও আছে। বিষ্ণুপুরে দোকানদার, আমলা, উকিল ও অন্য পেশার লোকের বাস। দরখাস্তে যারা সই করেছেন তারা দৃশ্যত বাগদি বা দেহজীবী মাত্র, মুখেষ কোর্টের কপিয়িস্ট হৃষিকেশ বল্লভ ছাড়া অন্য নাম ও সই একজনেরই হাতের লেখা। তদন্তে দেখা গেছে যে, কয়েকজন বাদে অন্য অনেকের সঙ্গে এবিষয়ে কোনও পরামর্শই করা হয়নি। দরখাস্তে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা দিন মজুরের কাজ করেন তাও মিথ্যা। কয়েকজন বা মাত্র পনেরো শতাংশ মানুষ দিনমজুরী করেন।

রিপোর্টে পরিষ্কার জানানো হল যে, এই গ্রামগুলির মানুষের অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক নয়। বরং এই জেলার অন্য অংশের তুলনায় তারা ভালোই আছেন। যারা এই দরখাস্তে সই করেছেন তাদের অধিকাংশই যে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ এই অভিযোগ সত্য, তবে এই কারণে এখানে পৌরসভা গঠন করা যাবে না। তার স্বপক্ষের কোন যুক্তি এটা নয় পৌরসভা হলে জনগণের কোন সুবিধা হবে না। এই যুক্তিও সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ তা হলে গ্রামগুলির বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট, স্যানিটেশন, আবর্জনা ও নোংরা নিকাশি ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান স্বাধীনভাবে করা যাবে। পৌরসভা কোনও পীড়নমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং গ্রামগুলির কল্যাণ ও উন্নয়নের কারণ হবে। মামলা মকদ্দোমার কারণে বা কলকাতা যাতায়াতের পথে এখানে বহুলোক যাতায়াত করেন। এখানকার স্যানিটারি ও নিকাশি ব্যবস্থা ভালভাবে তত্ত্বাবধান না করলে এখানে মহামারী দেখা দিতে পারে।

বাবু সূর্য্য কুমার সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রিপোর্টে স্পষ্ট করে জানালেন যে, এখানকার মানুষ সাধারণভাবে পৌরসভা গঠনের পক্ষে। বিপিন বিহারী মুখার্জী নামে মেডিকেল কলেজের একজন অসফল ছাত্র, একজন পেশাদার আন্দোলনকারী ও হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি। তিনিই আপত্তি জানাবার এই দরখাস্ত লিখিয়েছেন ও তা সরকারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। তার লক্ষ্য হল, এই আপত্তি জানিয়ে কিছু উপার্জন করা এবং তিনিই অধিকাংশ নাম সই করেছেন। তেঘোরিয়ার মানুষও এই দরখাস্তে সই করায় বোঝা যায় যে কোন বিবেচনা ছাড়াই এটি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই পেশাদার অআন্দোলকারী আরও কিছু নাম এ দিরখাস্তের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। **ক্রমশ**

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

· বিশ্বের দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা মেঘালয়ে :

বিশ্বের দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা হিসাবে নাম উঠে এল মেঘালয়ের 'ক্রেম পুরী'র। খাসি ভাষায় 'ক্রেম' শব্দের অর্থ 'গুহা'। মেঘালয়ের পূর্ব খাসি জেলার মওসিনরামের লেইতসোহাম গ্রামের কাছে গুহাটির খোঁজ মেলে। ২০১৬-তে প্রথম গুহাটির খোঁজ পাওয়া গেলেও এর দৈর্ঘ্য নিয়ে একটা ধোঁয়াশা ছিল। ক্রেম পুরী-তে ২৫ দিনের একটি অভিযানে গিয়েছিলেন মেঘালয় অ্যাডভেঞ্চার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমএএ)-এর প্রায় ৩০ জন বিশেষজ্ঞ। এ বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত অভিযান চালানো হয় গুহাটিতে। গুহাটির মাপজোক করে দেখা যায়, এর দৈর্ঘ্য ২৪,৫৩৮ মিটার, যা এভারেস্টের উচ্চতার প্রায় তিন গুণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এই গুহায় ডাইনোসরের জীবাশ্মও উদ্ধার হয়েছে। জীবাশ্মবিদদের ধারণা, ওই জীবাশ্ম মোসাসরাসের। এরা এক প্রকার জলচর মাংসাশী প্রাণী। এদের অস্তিত্ব ছিল সাড়ে ৬ থেকে ৭ কোটি বছর আগে। ক্রেম পুরী বিশ্বের দীর্ঘতম হলেও, জেনারেল ক্যাটেগরিতে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গুহা। ক্রেম লিয়াত প্রা-র পর। এটি একটি চুনাপাথর নির্মিত গুহা। এটা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৩১ কিলোমিটার। বৈচিত্রময় গুহার কারণে মেঘালয়ের খ্যাতি আছে। এখানে কয়েক হাজার গুহা রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে অভিযান হয়েছে। কিন্তু গুহাতে আংশিক, আবার কয়েকটিতে একেবারেই অভিযান হয়নি। গুহার সংখ্যা বেশি চেরাপুঞ্জি, শেলা, পিনুরসলা, নোঙ্গজি, মওসিনরাম, ল্যাংরিনে। ক্রেম পুরীর আগে বিশ্বের দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা হিসাবে রেকর্ড ছিল ভেনেজুয়েলার কিউয়েভা ডেল সামান-এর। এর দৈর্ঘ্য ১৮, ২২০ মিটার বা ১৮.২ কিলোমিটার।

প্রয়াণ

· উইনি ম্যাণ্ডেলা :

গত ২ এপ্রিল চলে গেলেন উইনি ম্যাণ্ডেলা (৮১)। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম তার জননীকে হারালো। কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে তার ভূমিকা ঐতিহাসিক। জাতির জনক ও জননীর—এই নামে বাস্তবিকই দেশবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন উইনি ম্যাণ্ডেলা ও তাঁর প্রাক্তন স্বামী নেলসন ম্যাণ্ডেলা (নেলসন ম্যাণ্ডেলা মারা গিয়েছেন সারেড় চার বছর আগেই)। ২০১৬ সালে জুমা সরকার উইনি ম্যাণ্ডেলাকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে। উল্লেখ্য, বাবা নাম রেখেছিলেন, নমজামো উইনিফ্রেড মাদিকি জেলা। আফ্রিকার জনজাতীয় ভাষায় নমজামো মানে, যাকে জীবনভর পরীক্ষা দিতে হয়। মা মারা গিয়েছিলেন ৮ বছর বয়সেই। বাবা ছিলেন শিক্ষক। উইনির ছেলেবেলা কেটেছিল ইস্টার্ন কেপের পণ্ডোল্যাণ্ড অঞ্চলে। স্কুলের পঠনপাঠন শেষ করে তিনি জোহানেসবার্গে চলে আসেন সমাজসেবা নিয়ে পড়াশোনা করতে। ভালো ছাত্রী, আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার স্কলারশিপও পেয়েছিলেন। যাননি। উইনির সঙ্গে তখনই ধীরে ধীরে আফ্রিকান ন্যাশানাল কংগ্রেস, বর্ণবিদ্বোশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে। নেলসন তখন আন্দোলনের নেতৃপদে। নেলসন–উইনির বিয়ে হল ১৯৫৮ সালের আর ১৯৬৪ সালে আজীবন কারাবাসের শাস্তি হয়ে গেল নেলসনের। তার বন্দিদশায় উইনি হয়ে উঠলেন দলের মুখ। ১৯৬৯ সালেও তাঁকে গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেওয়া হল ঘুপচি সলিটারি সেল-এ। সঙ্গে মারধর, নির্যাতন। ১৭ মাস পরে মুক্তি। আবার গ্রেফতার ১৯৭৬-এ। এবার একেবারে নির্জন দুর্গে নির্বাসন। পাঁচ মাস পরে মুক্তি।

· বারবারা বুশ :

গত ১৭ এপ্রিল ৯২ বছর বয়সে মারা গেলেন জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশের স্ত্রী, জর্জ ডব্লিউ বুশের মা, প্রাক্তন মার্কিন ফার্স্ট লেডি বারবারা বুশ। মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী (প্রথম অ্যাবিগেল এ্যাডাম), যার স্বামী ও সন্তান, দুজনেই দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সিনিয়র বুশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাউথ ক্যারোলাইনার বোর্ডিং স্কুলে। স্কুল ডান্সে আলাপ। বরবারা তখন ১৬, আর বুশ ১৭। স্বামীর ৩০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বরাবর তাঁর পাশে থেকেছেন বারবারা। টেক্সাসের মার্কিন প্রতিনিধি ছিলেন সিনিয়র বুশ। তারপর রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন দূত হওয়া, রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান, চিনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত, সিআইএ-র ডিরেক্টর। রোনাল্ড রেগনের সময়ে দু'বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ওয়াইট হাউসের অধিপতি হন ১৯৮৮ সালে। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ওই বছর বিল ক্লিনটনের কাছে হেরে যান তিনি। গোটা পর্বে যেমন স্বামীর অন্যতম সমালোচক ছিলেন, তেমনি ছিলেন পরামর্শদাতা। আবার একই সঙ্গে নিজের মতো করে চালিয়ে গিয়েছেন নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন। তার প্রকাশ্য মতামত কখনও সাড়া ফেলে দিয়েছে, কখনও লোককে বাঁকা চোখে দেখেছেন।

সম্পাদক সমীপেষু

রেল প্রকল্পের গলায় কাঁটা ভাবাদিঘি

পরিবহন ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হল রেল পরিষেবা। তবে হাওড়া-বিষ্ণুপুর রেল পরিষেবা বর্তমানে অসম্পূর্ণ, ভবিষ্যতেও যে সম্পূর্ণ হবে তা বলাও বেশ কঠিন। সভ্যতার অগ্রগতির যুগে ২০১৮ সালে দাঁড়িয়ে বাংলার রেল ব্যবস্থার এই বেহাল দশা যে বাংলার মানুষকে দেখতে হবে তা কেহ কল্পনা করতে পানেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, এটাই সত্য, এটাই বাস্তব। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ২০০০ সাল এবং ২০০৯ সালে যখন রেলমন্ত্রী হন তখন বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে এই প্রকল্পের সূচনা করেন। হাওড়া থেকে গোঘাট এবং বিষ্ণুপুর থেকে ময়নাপুর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ এবং ট্রেন চলাচল শুরু হলেও ময়নাপুর থেকে গোঘাট পর্যন্ত রেললাইনের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এই রেল লাইন বন্ধ হওয়ার কারণ ভাবাদিঘি। প্রায় ৫২ বিঘা জায়গা জুড়ে রয়েছে এই দিঘি। আর এই এলাকার মানুষের জীবনধারণের জন্য এই দিঘিই ভরসা। দিঘির উত্তর-পূর্ব পাড়ে প্রায় ৪০ মিটার জায়গা জুড়ে রেল লাইনের জন্য মাটি ফেলা শুরু হলেও গ্রামের মানুষ সেই কাজ বন্ধ করে দেন। এই এলাকার মানুষকেও ভুল পথে চালিত করছে কোন গোষ্ঠি বা নেতৃত্ব বলে অনেকে মনে করছেন। এই এলাকার মানুষেরা জানতেন, রেললাইন হবে স্কুলের পিছন দিয়ে, দিঘির উপর দিয়ে নয়। নানা জটিলতায় এবং গ্রামবাসীদের দৃঢ় মনোভাবের জন্য এই উন্নয়নের কাজ এখন স্তব্ধ। গ্রামবাসীদের বোঝাতে আসেন মন্ত্রী থেকে নেতা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে বিজ্ঞানমঞ্চ। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এমনকী নানা প্রকল্পের সুবিধার কথা, অন্য দিঘি খননের কথা বলা হলেও কিন্তু সব গুড়েই বালি। এখানকার অধিবাসীদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে হবে তাহলে হয়ত পরিবর্তন ঘটতে পারে। এর জন্য এই এলাকার যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা তো বুঝবেন যে এই ধরণের প্রকল্পের সুবিধা কী, প্রয়োজন হলে সরকার এই এলাকার যুবক-যুবতীদের পড়াশুনায় বিশেষ বৃত্ত প্রদানের সুবিধাও যাতে করা যায় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে প্রশাসনকে। তবে এখন দেখার, এই কাজের পূর্ণতা আদৌ হবে কি! না এরকম ভাবেই থেকে যাবে। আর হলেও কবে হবে সেই আশা নিয়েই এখানকার বাসিন্দাদের থাকতে হবে।

স্বপ্নদীপ দে
গোঘাট, হুগলি

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়